ডাক্তারজীর বাণী

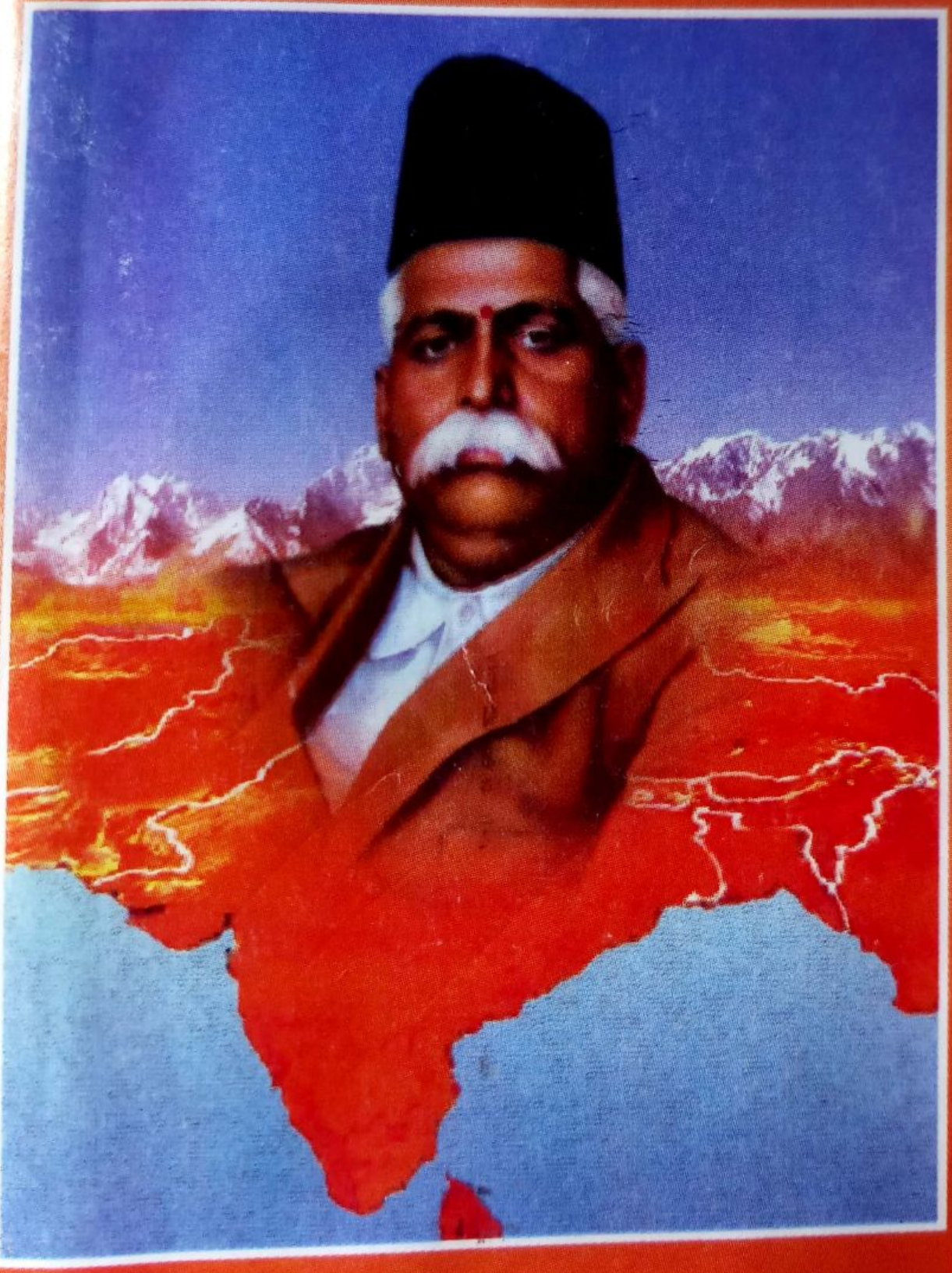

আমাদের কথা

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের নাম আজ বহুল প্রচারিত। এই সংগঠনের বর্তমান বিশাল স্বরূপ দেখে এই অপূর্ব সংগঠনের স্রষ্টাকে জানবার আগ্রহ স্বাভাবিক। এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা পরম পূজনীয় ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার ১৮৮৯ সালে নাগপুর শহরে এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ডাক্তারজী অতি অল্প বয়স থেকেই স্বাধীনতা সংগ্রামে গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন, ডাক্তারী পড়ার নাম করে তিনি কলকাতায় স্বাধীনতা আন্দোলনে যুক্ত 'অনুশীলন সমিতি' আদি দলের সাথে নিজেকে যুক্ত করেন।

১৯২৫ সালে নাগপুরে বিজয়া দশমীর পুণ্য তিথিতে ডাক্তারজী সংঘের প্রতিষ্ঠা করেন। মাত্র ১৫ বছরে তিনি সংঘকে সারা দেশে বিস্তৃত করেছেন। এই কয়েক বছরে তিনি যে সব ভাষণ দিয়েছেন, তার থেকেই সংগ্রহ করা হয়েছে এই সব বাণী।

ডাক্তারজীর জন্ম শতবর্ষে এই বাণী সংগ্রহ আমাদের সশ্রদ্ধ নিবেদন। ডাক্তারজীর এই বাণীর মধ্য দিয়েই আমরা সঙ্ঘকে জানতে পারব, ডাক্তারজীর জীবনই ডাক্তারজীর বাণী। আজও ডাক্তারজীর বাণী আমাদের প্রেরণার উৎস। ডাক্তারজীর অমৃতবাণীর একশতাংশও যদি আমরা আমাদের জীবনে প্রতিফলিত করতে পারি তা হলেই আমাদের জীবন ধন্য হবে বলে আমরা মনে করি। আজও শত সহস্র যুবকের পথ প্রদর্শক এই সব বাণী। শতবর্ষে আমরা সঙ্ঘের সেই প্রাণ পুরুষকে প্রণাম জানাই।

প্রকাশক

ডাক্তারজীর বাণী

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের অর্থ—রাষ্ট্র সেবার জন্য নিজের প্রেরণাতেই উদ্বুদ্ধ লোকেদের দ্বারা রাষ্ট্রকার্যের জন্য স্থাপিত সংঘ। প্রত্যেক রাষ্ট্রের লোক নিজ রাষ্ট্রের সেবার জন্য এইরূপ সংঘ নির্মাণ করিয়া থাকে। এই প্রিয় হিন্দুস্থান আমাদের দেশ। এই পবিত্র হিন্দুরাষ্ট্র—আমাদের কর্মভূমি বলিয়া আমরা আমাদের রাষ্ট্রীয় স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য এই সংঘকে আমাদের দেশে স্থাপিত করিয়াছি এবং ইহার দ্বারা আমরা রাষ্ট্রের সবদিক দিয়া উন্নতি করিতে চাই।

❖ ❖ ❖

প্রথমে বিচার করিয়া দেখা দরকার যে রাষ্ট্র শব্দের অর্থ কী? কোন ঘন জঙ্গল, জলহীন মরুভূমি কিংবা কোন নির্জন ভূভাগকে রাষ্ট্র বলে না। যে ভূভাগে এক বিশিষ্ট জাতির, বিশিষ্ট ধর্মের, বিশিষ্ট পরম্পরা-সম্পন্ন ও বিশিষ্ট চিন্তাধারার লোক বাস করে সেই ভূভাগকেই রাষ্ট্র বলে। তাহাদের নামেই

সেই রাষ্ট্রের নাম হয়। এইরূপ লোকেদের হিতাহিত কল্পনা এক হওয়ার ফলে তাহাদের মধ্যে এক বিশিষ্ট প্রকারের একাত্মতার সৃষ্টি হয়। যাহাদের সংস্কৃতি আলাদা, চিন্তাধারা আলাদা, ইতিহাস আলাদা, কী ভাল, কী মন্দ সেই সম্বন্ধে যাহাদের মনে পরস্পর-বিরোধী কল্পনা আছে, যাহারা পরস্পরকে শত্রু বলিয়া মনে করে, যাহাদের নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক ভক্ষ্য ও ভক্ষকের ন্যায় এবং যাহাদের একত্রিত থাকার কারণও এক নয়, সেইরূপ লোকের সমষ্টি মাত্রকে রাষ্ট্র নাম দেওয়া চলে না।

আমাদের নিজেদের ইতিহাসের ভিত্তিতে চিন্তা করা প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী সম্বন্ধেও উদাসীন থাকিলে চলিবে না। আজ আমরা ছত্রপতি শিবাজীর যুগে নাই। আজ আমরা এমন যুগে বাস করিতেছি যেখানে কেবল মানুষ কেন প্রত্যেকটি গাছেরও হিসাব রাখা হয়। আর প্রত্যেক রাস্তা মাপা হইয়াছে,

মাইল হিসাবে নয় ইঞ্চি হিসাবে। এই জন্য বাহিরের পৃথিবী হইতে চোখ ফিরাইয়া জীবন ধারণ পর্য্যন্ত অসম্ভব। তোমরা উৎসাহ গ্রহণ করো নিজেদের দেশের ইতিহাস হইতে। ইহার জন্য পৃথিবীর দিকে দেখিবার কোন বিশেষ প্রয়োজন নাই। কিন্তু অন্যান্য সব ব্যাপারে বাহিরের দিকে দেখা উচিত এবং পরিস্থিতি ভালো করিয়া বুঝিয়া লওয়া উচিত।

❖ ❖ ❖

সংঘ নতুন পতাকার সৃষ্টি করিতে চাহে না। সংঘ গৈরিক ধ্বজার সৃষ্টি করে নাই। সংঘ কেবল সেই পরম পবিত্র গৈরিক ধ্বজকেই রাষ্ট্রীয় ধ্বজ হিসাবে স্বীকার করিয়াছে যাহা হাজার হাজার বছর ধরিয়া আমাদের রাষ্ট্র ও ধর্মের ধ্বজ ছিল। ভগবাধ্বজের পিছনে ইতিহাস ও পরম্পরা আছে। ইহা হিন্দু সংস্কৃতির দ্যোতক। হিন্দু ধর্ম, হিন্দু সংস্কৃতি ও হিন্দু রাষ্ট্রের রক্ষার জন্যই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সৃষ্টি হইয়াছে। সেজন্য যে বস্তুগুলি এই সংস্কৃতির প্রতীক, সংঘ সেই সমস্তকে রক্ষা

করিবে। ভগবাধ্বজ হিন্দুধর্ম ও হিন্দুরাষ্ট্রের প্রতীক হওয়ার ফলে তাহাকে রাষ্টধ্বজ হিসাবে গ্রহণ করা সংঘের কর্তব্য।

❖ ❖ ❖

হিন্দু সমাজে জন্মগ্রহণ করিবার ফলে এই সংগঠনের দায়িত্ব আমাদের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। তাহা প্রতিজ্ঞা পূর্বক পালন করিতে হইবে। এই দায়িত্ব প্রতিদিন বাড়িয়া যাইতেছে। আমাদের কার্যক্ষেত্র খুব বিশাল। ইহা কোন বিশেষ প্রদেশে বা গ্রামে সীমাবদ্ধ নহে। আসেতুহিমাচল অখিল ভারতবর্ষ আমাদের কার্যক্ষেত্র। আমাদের দৃষ্টিকোণ ব্যাপক হওয়া প্রয়োজন। সমস্ত ভারতবর্ষ আমার দেশ এই কল্পনা যেন আমাদের থাকে। আমরা কোন্ কাজ করিতে পারি এবং কতদূর করিতে পারি তাহা প্রথমে নিশ্চিত করিয়া সেই অনুসারে যেন আমরা আমাদের জীবনকে গঠিত করি।

যে সমস্ত বিদেশী লোকেরা হিন্দু সংস্কৃতিকে বিধ্বস্ত করিয়া হিন্দুদের চিরতরে পরাধীন করিবার জন্য হিন্দুস্থানে আসিয়াছিল

এবং আজ এখানে বসবাস করিতেছে, তাহাদের ভীষণ আক্রমণ হইতে হিন্দু সমাজকে রক্ষা করিবার মত মনোবৃত্তি সমস্ত সমাজে নির্মাণ করিয়া, সমাজকে সংগঠিক করার কাজ সংঘকে করিতে হইবে। এই কাজের জন্য সকল প্রকার কষ্ট সহ্য করিবার শিক্ষা এবং প্রয়োজন হইলে নিজের প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিবার মত মনোবৃত্তি জাগাইতে হইবে।

সংস্কারের উপর সংঘের খুবই বিশ্বাস আছে। মানুষের আচরণ তাহাদের সংস্কারের অনুরূপই হয়। আমরা যেন হিন্দু সংগঠনের জন্য সংস্কার গ্রহণ করি এবং নিশ্চিতভাবে সেই কাজকে সুসম্পন্ন করি।

❖ ❖ ❖

হিন্দু সমাজকে নিজ হাতে নিজের কল্যাণ সাধনের উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তোলাই সংঘের কাজ। আমাদের এক অদ্ভুত অভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে, নিজেদের হিতাহিত চিন্তা না করিয়া আমরা অপরের ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে ব্যগ্র হইয়া পড়ি। এই

স্বভাবের পরিবর্তন না হইলে আমাদের উন্নতি হওয়া অসম্ভব। হিন্দু সমাজের কল্যাণ করা মানে উহার নিজের রক্ষার দায়িত্ব নিজেকে পালন করিতে শিক্ষা দেওয়া।

❖ ❖ ❖

আমরা কোন নূতন কাজ করিতে চাহি না। আমাদের পূর্বপুরুষেরা যেভাবে সমাজ ও সংস্কৃতির সেবা করিয়াছিলেন, যে আদর্শ তাঁহারা নিজেদের সামনে রাখিয়াছিলেন এবং তাহার জন্য দিনরাত চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই আদর্শ অনুসরণকারী অনেক লোক যদি কোথাও একত্রিত হয় তবে সেখানে এমন আবহাওয়ার সৃষ্টি হইবে যাহা সংগঠনের পক্ষে অনুকূল। সমস্ত দেশে এইরূপ পবিত্র, শ্রদ্ধাপূর্ণ, ধ্যেয়নিষ্ঠার আদর্শে অনুপ্রাণিত, উৎসাহপ্রদ এবং নির্ভরশীল পরিবেশ গড়িয়া তোল। স্বয়ংসেবক যেখানে যাইবে সেখানেই সে যেন এইরূপ পরিবেশ সৃষ্টি করে। এই পরিবেশ অটুট রাখিবার জন্য স্বয়ংসেবক যেন সব সময় চেষ্টা করে। এইরূপ পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং

তাহাকে অটুট রাখার মনোবৃত্তি একবার জাগরিত হইলে আর কোন কিছুতে সংঘ ভয় পাইবে না।

❖ ❖ ❖

সংঘের কাজ ও তাহার বিচারধারা আমাদের কোন নূতন আবিষ্কার নহে। সংঘ আমাদের পরম পবিত্র সনাতন হিন্দুধর্ম, আমাদের পুরাতন সংস্কৃতি, আমাদের স্বতঃসিদ্ধ হিন্দুরাষ্ট্র এবং অনাদি কাল হইতে প্রচলিত পরম পবিত্র ভগবাধ্বজকে সেই একই রূপে সকলের সম্মুখে আনিয়া রাখিয়াছে। এই সমস্ত কিছুর মধ্যে নবচেতনা আনয়ন করিবার জন্য যে সময়ে যে কার্যপদ্ধতি প্রয়োজন তাহা সংঘ গ্রহণ করিবে। ইহা ছাড়া অন্য কোন নূতন কথা স্বীকার করিতে সংঘ প্রস্তুত নয়।

সংঘ কোন ব্যক্তি বিশেষকে গুরুস্থানে না রাখিয়া পরম পবিত্র ভগবাধ্বজকেই গুরু হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে। ইহার কারণ ব্যক্তি যতই মহান হোক সে কখনও পূর্ণ ও অপরিবর্তনীয় হইতে পারে না। অতএব ব্যক্তি-বিশেষকে গুরু হিসাবে স্বীকার

না করিয়া আমরা সেই জয়িষ্ণু ও প্রভাবশালী ভগবদ্-ধ্বজকে গুরু হিসাবে স্বীকার করিয়াছি—যাহার মধ্যে আমাদের ইতিহাস, পরম্পরা এবং রাষ্ট্রের জন্য স্বার্থ ত্যাগের কথা এবং রাষ্ট্রীয়ত্বের সমস্ত মূল কথার সমন্বয় হইয়াছে। এই ভগবাধ্বজ হইতে আমরা যে উৎসাহ পাই তাহা কোন মানুষের নিকট হইতে প্রাপ্ত উৎসাহ অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ।

❖ ❖ ❖

"অহিংসা পরমো ধর্ম" এই তত্ত্ব হিন্দু সমাজের সকলেই জানে। অতএব সকলকে অহিংসা শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্বও হিন্দুদের। কিন্তু যদি আমরা অপরকে আমাদের উপদেশ শুনাইতে চাই তাহা হইলে আমাদের নিজেদের প্রথমে প্রয়োজনমত শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে। হিংসাবৃত্তি দুর্বল সমাজকে মোটেই গ্রাহ্য করে না। অথচ আজ হিন্দু সমাজ দুর্বল। যদি আমরা অহিংসা মন্ত্রের বড়ি হিংসাপরায়ণ লোকেদেরও গলা দিয়া নামাইতে চাই তবে প্রথমে আমাদের

শক্তিশালী হইতে হইবে যাহাতে তাহাদের উপর আমাদের উপদেশের সুপরিণাম হয়। যদি হিন্দুস্থানে আমরা অহিংসার সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে চাই তবে হিন্দু সমাজের দুর্বলতা নষ্ট করিয়া ইহাকে শক্তিশালী করা নিতান্ত আবশ্যক।

আমরা সংঘের এক একটি অঙ্গ স্বরূপ। অর্থাৎ সংঘ পূর্ণরূপে আমাদের। শরীরের সহিত অঙ্গের যে সম্বন্ধ, সংঘের সহিত আমাদের সেই একই সম্বন্ধ। শরীরের সমস্ত অবয়বের বিকাশ যদি একভাবে এবং একই সময়ে হয় তবেই শরীর সামর্থ্যশালী ও সুদৃঢ় হইতে পারে। মনে কর তুমি একরকম ব্যায়াম শুরু করিলে যাহাতে খালি বুক ও হাত সুদৃঢ় হয়; কিন্তু পায়ের কোন ব্যায়াম হয় না, তাহা হইলে দেখিবে যে পা ময়ূরের মত কৃশ হইয়া গিয়াছে এবং শরীরের সহিত খাপ খাইতেছে না! কেবল তাহাই নহে প্রয়োজনের সময়ে এই পা তোমাকে সহায়তাও করিতে পারিবে না। প্রয়োজনের সময়ে তোমাকে

বিপদে পড়িতে হইবে। পঁচিশ ত্রিশ মাইল পায়ে হাঁটিয়া যাইতে হইলে পা টলিতে থাকিবে। পাহাড়ে চড়িতে গেলে পা কাঁপিবে এবং হাত যে মহান কাজ করিতে উদ্যত হইবে পা তাহাতেই বাদ সাধিবে। আমরা যদি সংঘের অঙ্গ স্বরূপ হই তবে আমাদের সকলের একই সঙ্গে একই রূপ উন্নতি হওয়া উচিত নয় কি? আর এইজন্য সকলেরই কি সংঘের কার্যক্রমে নিয়মিত ভাবে অংশ গ্রহণ করা উচিত নয়?

একবার আমাদের মনের মধ্যে এই ভাব উৎপন্ন হোক যে আমাদের দেশকে বিপন্নাবস্থা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য ভগবান যে সমস্ত লোককে পাঠাইয়াছেন তাহার মধ্যে আমিও একজন। এইরূপ আত্মানুভূতি হইলে স্বাভাবিকভাবেই নিজেদের দায়িত্বের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া আমাদের কার্য্য সম্পাদন করিতে সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া প্রাণপণে প্রয়াস করিতে পারিব। নিম্নলিখিত বাক্য তখন আমাদের ধ্যেয় বাক্য হইবে—

নঁহী নরদেহী কা ভরোসা,
কব আয়ুষ ঘট হোবে রীতা ?
আওয়ে প্রসঙ্গ ক্যায়সা কোন্ জানে ?
ইসলিয়ে রহনা সাবধান !
যথাশক্তি করতে জানা কাম
স্বদেশ ভক্তি সে ভয় দেনা—"ভূমণ্ডল।"

❖ ❖ ❖

সংগঠন শাস্ত্রে গর্ব, অহংকার বা ব্যক্তিগত স্বার্থের স্থান থাকিতেই পারে না। সংগঠন শব্দে ইহাই বুঝায় যে সেখানে ব্যক্তিগত স্বার্থের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। নিজের ব্যক্তিত্বের টাট্টু ঘোড়া যেখানে-সেখানে আনিয়া হাজির করিলে সংগঠন হয় না। অবশ্য সংগঠনের জন্য আদর্শ ব্যক্তিত্ব নির্ধারণকারী গুণসমূহের প্রয়োজন হয়। একথা ঠিক যে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে আপনার বিভিন্ন গুণের জন্য আপনি বিভিন্ন ভাবে সম্মানিত হইবেন এবং কীর্তিলাভ করিবেন। কিন্তু সেই গুণ

সার্থক হইবে তখনই যখন আপনি আপনার সব কিছু সংগঠন কার্যে প্রয়োগ করিবেন।

❖ ❖ ❖

তোমার জীবন এরূপ ভাবে গঠন করা উচিত যাহাতে সংঘ সেখানে প্রধান স্থান অধিকার করে। তোমার যেন এইরূপ বলিবার প্রয়োজন না হ.সে যে পরিস্থিতি বিরূপ বলিয়া যেটুকু কাজ আমার পক্ষে সম্ভব আমি তাহাই করি। আমি এই কথা বলি না যে তুমি বাড়ীর কাজ অথবা চাকরী ইত্যাদি করিও না। কিন্তু একথা অবশ্য বলিব যে চাকরী এমন কর যাহাতে তুমি সংঘের কাজ ঠিকভাবে করিতে পার। তোমাকে ইহা প্রমাণ করিয়া দেখাইতে হইবে যে, চাকরী যাহারা করে না তাহাদের চেয়ে তুমি বেশী কাজ করিতে পার। 'যাহারা সংসারেব ঝামেলায় পড়ে নাই তাহাদের চেয়ে বেশী কাজ আমি করিতে পারি' এরূপ বলিবার মত আদর্শনিষ্ঠ আচরণ তোমার থাকা প্রয়োজন। অর্থাৎ তোমার আচরণ সব সময়ে এরূপ হওয়া

দরকার যাহাতে তুমি নিজে এবং অন্যান্য লোকেরাও একথা বলিতে পারে যে তোমার সংসার, তোমার চাকরী, এককথায় তোমার সব কিছু সংঘেরই জন্য।

❖ ❖ ❖

যাহাদের আচার-ব্যবহার এক, পরম্পরা এক, সংস্কৃতি এক এবং ধ্যেয় এক—সেই সমস্ত লোকেদের মধ্যেই একতা হইতে পারে। আমাদের যতই মতভেদ থাকুক না কেন আসলে আমরা সমস্ত হিন্দুই এক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের ধমনীতে একই রক্ত প্রবাহিত হইতেছে। আমাদের সকলের একই পবিত্র ভাষা। আমাদের রাজনীতি—সমাজ রচনা ও তত্ত্বজ্ঞান এক। এইভাবে দেখা যায় যে আমাদের রাষ্ট্র সুনিশ্চিত ভিত্তির উপরে দণ্ডায়মান।

❖ ❖ ❖

অপেক্ষাকৃত দুর্বল প্রাণীর উপর আক্রমণ করা পৃথিবীর সব প্রাণীরই ধর্ম। "মানুষ সকল প্রাণী হইতে শ্রেষ্ঠ। অতএব তাহার এই পশুবৃত্তি ছাড়িয়া দেওয়া উচিত"—এই কথা নীতি

হিসাবে শুনিতে বেশ ভালো লাগে কিন্তু ইহাকে কাজে পরিণত করার এখনও অনেক দেরী আছে। ততদিন দুর্বল প্রাণীর উপর বলবান প্রাণীর আক্রমণ স্বাভাবিক ভাবেই হইতে থাকিবে। ইহার জন্য প্রকৃত দায়ী সেই সমাজ যে নিজে দুর্বল থাকিয়া অপেক্ষাকৃত বলবান সমাজকে তাহার উপর আক্রমণ করিবার জন্য উত্তেজিত করিয়া তোলে। প্রায়ই দেখা যায় যে এইরূপ আক্রমণের পিছনে দুর্বল সমাজের দুর্বলতাই দায়ী। পৃথিবীর শান্তি নষ্ট করিবার পাপ এই দুর্বল সমাজই করিতেছে বলা যায়। এই জন্য আক্রমণকারীকে বৃথা দোষ না দিয়া এবং প্রকৃতির উপরোক্ত নিয়ম ঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া পৃথিবীর সমস্ত অশান্তির মূল কারণ যে দুর্বলতা তাহা প্রাণপণ চেষ্টায় দূর করাই দুর্বল সমাজের কর্তব্য।

সংঘের প্রত্যেক স্বয়ংসেবককে আকর্ষণের কেন্দ্র হইতে হইবে। কিছু লোককে সব সময়ে নিজের কাছে আকর্ষিত করিয়া

রাখার ক্ষমতা তাহার থাকা চাই। কোন না কোন গুণ তাহার মধ্যে পূর্ণমাত্রায় থাকা চাই। যাহার কথায় মিষ্টতা আছে, পরিস্থিতি বুঝিবার মত ক্ষমতা যাহার আছে এবং কাহার দ্বারা কী কাজ হইতে পারে তাহা বুঝিয়া সেই অনুযায়ী উপযুক্ত লোককে উপযুক্ত কাজে নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা যাহার আছে, সেই ব্যক্তিই সংগঠন করিতে পারে।

❖ ❖ ❖

প্রত্যেকের ইহা চিন্তা করা উচিত যে আমি সংঘের কাজ কতটা এবং কীভাবে করিতেছি। এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করা উচিত। কিছু না বুঝিয়া যেমন তেমন ভাবে কোন কাজ করা ঠিক নয়।

❖ ❖ ❖

সংঘের কাজ সংখ্যা-বৃদ্ধি ও গুণ-নির্মাণ এই দুইটি দিক দিয়া হওয়া উচিত। সংখ্যা বাড়ানো সব সময়েই প্রয়োজন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও চিন্তা করা দরকার যে সেই স্বয়ংসেবকরা

আদর্শনিষ্ঠ কী করিয়া হইবে। যে স্বয়ংসেবক নূতন তাহার মধ্যে আদর্শনিষ্ঠা উৎপন্ন করিতে হইবে এবং পুরাতনদের আদর্শনিষ্ঠাকে অধিকতর উজ্জ্বল করিতে হইবে। ইহা প্রত্যেক স্বয়ংসেবকের কাজ।

❖ ❖ ❖

যদি ভুল করিয়া তোমার বন্ধুকেও দোষী বলিয়া ধরা হয় তবে তাহার পক্ষ লইতে যাইও না। যদি বন্ধুর প্রতি ভালবাসা এবং সংঘের প্রতি ভালবাসার মধ্যে একটিকে বাছিয়া লইতে হয় তাহা হইলে মনে রাখা উচিত যে প্রথমে সংঘ পরে বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন প্রভৃতি। সংঘের জন্য যে কোন প্রকার সুখকে যদি অগ্রাহ্য করিতে হয় তবে অসঙ্কোচে তাহা করিবে। সংঘে আলাদা আলাদা দলের সৃষ্টি করিও না। সমস্ত সংগঠন, এমন কি নিজেদের বাঁচা-মরা সব কিছুই ইহার জন্য—এই কথা মনে রাখিয়া তোমার কাজ করা উচিত।

❖ ❖ ❖

নিষ্ক্রিয়তাকে আমরা একটি গুণ বলিয়া মনে করিতে শুরু করিয়াছি। যে সব সময় চুপ করিয়া থাকে লোকে তাহাকে বড় ভাল লোক বলিয়া মনে করে। ভাল লোক কাহাকে বলে? আজকালকার মতে সে-ই ভাললোক যে কোন ঝামেলায় যায় না, স্নানের পরে ভোজন করে, তাহার পর অফিস কিংবা দোকানে যায়, তাহার পর পুনরায় ভোজন করিয়া শুইয়া পড়ে। লোকে বলাবলি করে "দেখুন তো গোবিন্দদাসজী কত ভাল লোক, কত শান্ত, কত সাদাসিধা। পঁচিশ বৎসর ধরিয়া এই পাড়ায় বাস করিতেছেন কিন্তু কেউ জানিতেই পারে না যে তিনি এখানে আছেন। এত ভাললোক সত্যই বিরল।" কিন্তু তাহাদের এইরূপ ভাললোকের প্রয়োজন নাই। যে ব্যক্তি চুপচাপ অত্যাচার সহ্য করে সে যদি ভাল লোক হয় এবং এইরূপ ভাল লোক যদি প্রচুর সংখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায় তবে হিন্দু সমাজ পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিবে না এবং কখনই উন্নতি করিতে পারিবে না।

❖ ❖ ❖

মানুষ যেরূপ প্রকৃতির হয় তাহার ব্যবহারও সেইরূপ হয়। দিল্লির মুঘল সাম্রাজ্যের মত পঞ্চাশটি সাম্রাজ্যকে মাটিতে মিশাইয়া দিয়া ঠিক সেইরূপ পঞ্চাশটি সাম্রাজ্য নিজ বাহুবলে যিনি স্থাপিত করিতে পারিতেন সেই মহারাণা জয়সিংহ মোগলদের দাস হইয়া কেন রহিলেন? আর মুষ্টিমেয় মারাঠাদের সহায়তা লইয়া স্বরাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করিতে গিয়া শিবাজী হিন্দু পদপাদশাহী কী রূপে স্থাপন করিলেন? ইহার কারণ প্রথমোক্ত ব্যক্তির মনে আত্মগৌরববোধের অভাব ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তির আত্মগৌরববোধ পূর্ণমাত্রায় ছিল। আত্মগৌরবের এই মনোভাব হিন্দু সমাজে আজ প্রায় নষ্ট হইতে বসিয়াছে। তাহাকে পুনরায় উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন।

আজকাল আমাদের খুব প্রশংসা হইতেছে কিন্তু ইহার জন্য অহঙ্কার করিও না বা মনে করিও না যে আমরা খুব বিরাট কাজ করিয়া ফেলিয়াছি। ব্যক্তিগত দিক দিয়া এইরূপ অহঙ্কার

নিতান্তই খারাপ আর সংঘের দিক দিয়া এইরূপ অহঙ্কার করা একেবারেই অনুচিত। লোকে আমাদের প্রশংসা করে ইহার অর্থ এই যে, তাহারা আমাদের কাজ পছন্দ করে। প্রশংসায় বিগলিত না হইয়া অধিকতর উৎসাহের সহিত কাজে লাগিয়া যাওয়া উচিত।

❖ ❖ ❖

প্রশংসা শুনিয়া মনে আনন্দ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখা উচিৎ যে ইহার ফলে আমাদের দায়িত্ব অনেক বাড়িয়া যায়।

❖ ❖ ❖

সংঘ কেবল বুদ্ধিহীন শিষ্যের সংখ্যা বাড়াইতে চায় না। সংঘকে রাষ্টনেতা নির্মাণ করিতে হইবে। তোমাদের প্রত্যেককে যোগ্য নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। তোমাদের নিকট সংঘ ইহা আশা করে। অতএব এরূপ মনে করা উচিত নয় যে কেবল এক ঘণ্টা সংঘে আসিলেই আমাদের কর্তব্য শেষ হইয়া

যায়। সংঘের কার্যক্রম ছাড়া আন্যান্য সময় এইভাবে ব্যয় করা উচিত যাহাতে তুমি ভালভাবে লেখা পড়া শিখিয়াও সংঘের কাজ করিতে পার। কিন্তু লেখাপড়া শেখার পরে সংঘের কাজই যাহাতে জীবনের একমাত্র ধ্যেয় হয় সেইরূপ দৃষ্টিকোণ রাখা উচিত।

❖ ❖ ❖

সংঘের স্বয়ংসেবক যেখানেই থাকুক না কেন তাহার সব সময় সংঘের কাজ বাড়াইবার চেষ্টা করা উচিত। সে যে স্থানে যাইবে সেখানে যদি সংঘের শাখা থাকে তাহা হইলে তাহার উচিত প্রতিদিন যত্ন সহকারে সেই শাখার উন্নতি করিতে চেষ্টা করা। যদি সেখানে সংঘের শাখা না থাকে তবে তাহার উচিত সংঘের কথা সেখানকার লোককে বুঝাইয়া সংঘের শাখা শুরু করা।

❖ ❖ ❖

স্বয়ংসেবকের উচিত সংঘের ধ্যেয় ভালভাবে বুঝিয়া লইয়া নিজের ব্যবহারকে সেই ধ্যেয়র অনুরূপ করা।

❖ ❖ ❖

আমরা বিভিন্ন শাখায় কাজ করি, কিন্তু স্বয়ংসেবক ভর্তি করার দায়িত্ব সকলেরই। ইহা না ভুলিয়া এবং এই কাজকেই প্রধান কাজ বলিয়া কায়মনোবাক্যে এই কাজে লাগিয়া থাকা স্বয়ংসেবকের কর্তব্য।

❖ ❖ ❖

ইহা কোন আশ্চর্যের কথা নয় যে সংঘের উপরে একদিকে প্রশংসা ও পুষ্পবৃষ্টি হইতেছে অথচ অন্যদিকে তাহার বিরোধিতা হইতেছে। কেননা দেখা গিয়াছে যে, সকল ভাল কাজেই এইরূপ বাধা আসিয়া থাকে। কিন্তু আনন্দের কথা এই যে সাধারণ লোকেও আজ সংঘের কথা চিন্তা করিতেছে। আজ স্বয়ংসেবকের নিষ্ঠার ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া সংঘ সকল বাধা তুচ্ছ করিয়া উত্তরোত্তর অগ্রগতির পথে চলিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও এইরূপ অগ্রগতি করিতে থাকিবে।

❖ ❖ ❖

সংঘের সিদ্ধান্তে অটল শ্রদ্ধা রাখ। সাহস ও আত্মবিশ্বাস সহকারে কাজ কর। আমরা স্বদেশ, স্বধর্ম ও নিজেদের সংস্কৃতির

রক্ষার জন্য কটিবদ্ধ হইয়াছি। আমাদের অধিষ্ঠান সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। অতএব কোনরূপ ভয় কিংবা সংকটে ভীত হইবার কোনও কারণ নাই। বিপদ অকারণে আসে না, উহা পরমাত্মার অসীম কৃপাই সূচিত করে। অগ্নিপরীক্ষায় আমরা উত্তীর্ণ হইতে পারি কিনা তাহা দেখার জন্য এবং পরে ভবিষ্যতের পথ আমাদের দেখানোর জন্য ভগবান এইরূপ বিপদের অবতারণা করেন। অতএব এইরূপ মনোভাব লইয়া কাজ কর যে, যেখানে বিপদের পর বিপদ সেখানেই অধিকাধিক সংঘের কাজ হইতে পারিবে।

❖ ❖ ❖

কেহ যেন এরূপ মনে না করেন যে কোন বিশেষ ব্যক্তির জন্য সংঘের কাজ চলিতেছে। সংঘের কাজ কোন বিশেষ ব্যক্তির নহে—ইহা সকলের কাজ। ইহা সামূহিক কার্য। এখনও অনেক স্থানে আমাদের কাজ করিতে হইবে। এই কাজের জন্য তরুণ ও বৃদ্ধ সকলেরই আগাইয়া আসা প্রয়োজন। যাঁহারা একথা জিজ্ঞাসা করেন যে সংঘ আজ পর্যন্ত কী করিয়াছে, তাঁহাকে আমি জিজ্ঞাসা করিব যে আপনি নিজে সংঘের জন্য কী করিতে প্রস্তুত?

❖ ❖ ❖

কেবল প্রতিদিন শাখায় উপস্থিত হইলেই সংঘের প্রতি তোমার কর্তব্য পূর্ণ হইয়া যায় না। আসল কাজ আরম্ভ হয় ইহার পরে। সমগ্র হিন্দুস্থানে সংঘ শাখার জাল ছড়াইতে হইবে। আমাদের কাজের দিক দিয়া ইহার গুরুত্ব বুঝিয়া লও। এখনও কাজ বাকী আছে—তাহা মনে রাখিয়া দ্রুত গতিতে অগ্রসর হও। সংঘ এক অভূতপূর্ব সংগঠন তাহা মনে রাখিও। মহাপুরুষদের কত মহান প্রতিষ্ঠানও অল্প সময়ের মধ্যে প্রচণ্ড কাজ করিয়াছেন। প্রত্যেক স্বয়ংসেবকের কার্যকুশলতা যদি ঠিক ভাবে কাজে লাগানো যায় তবেই সংঘের প্রগতি শীঘ্র হইবে এবং এই জীবনে আমরা কাজের সফলতা দেখিয়া যাইতে পারিব।

❖ ❖ ❖

সংগঠনের মধ্যে এক ব্যক্তি অপরের সহিত বৃথা বাক্য-ব্যয় করে না। নিজে কাজ করিতে থাকে। যেখানে কথাবার্তা বেশি হয়, ধরিয়া লইয়া হইবে সেখানে কাজ হইতেছে না। সংঘের স্বয়ংসেবক কথা কম বলে। তাহার হইয়া তাহার অন্তঃকরণ

কথা বলে। তাহাদের ভাষা হৃদয়ের ভাষা এবং তাহারা একে অপরের দিকে দেখিয়াই কাজ করিয়া যাইতে পারে। কেবল পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই তাহারা একে অপরকে নিজের কথা বুঝাইয়া দিতে পারে।

❖ ❖ ❖

হিন্দু সংস্কৃতি রক্ষা করিবার জন্য বলশালী সংগঠন তৈয়ারী করিতে হইবে। তাহার অর্থ অবশ্য কেবল সংখ্যা বাড়ানো নয়। সংঘের স্বয়ংসেবকদের মধ্যে এই আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করা প্রয়োজন যে আমরা এই কাজ অবশ্যই করিতে পারিব।

❖ ❖ ❖

হিন্দু সমাজ এত শক্তি ও এরূপ সংগঠন সৃষ্টি করিতে চায় যাহাতে যেসব বিদেশী আজ আমাদের হিন্দুস্থানে রহিয়াছে বা ভবিষ্যতে যাহারা এখানে আসিবার ইচ্ছা রাখে তাহারা কেহই হিন্দুর মাথায় চড়িয়া বসিবার দুঃসাহস না করে।

❖ ❖ ❖

হিন্দু জাতির সুখেই আমার ও আমার আত্মীয় স্বজনের সুখ, হিন্দু জাতির উপর যে কোন সংকট আসুক না কেন তাহা আমাদের সকলের পক্ষেই সমান বিপদের কথা এবং হিন্দুজাতির অপমান আমাদের সকলের অপমান—এই সৌহার্দ্যের মনোভাব সমস্ত হিন্দুর মনে থাকা উচিত। ইহাই রাষ্ট্রধর্মের মূলমন্ত্র।

❖ ❖ ❖

নিজের দেশ ও সমাজ ছাড়া অন্য কোন মোহ নাই, নিজের ধর্ম ছাড়া অন্য কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা নাই, হিন্দু ধর্মের শক্তিবৃদ্ধি হইয়া হিন্দুরাষ্ট্রের প্রতাপসূর্য তেজস্বী হউক—ইহা ছাড়া যাহার অন্য কোন স্বার্থ-লালসা নাই সেই ব্যক্তির মনে ভয়, চিন্তা বা নিরুৎসাহের সঞ্চার এই পৃথিবীতে কেহ করিতে পারিবে না।

❖ ❖ ❖

সংঘের কাজকে কি আমরা মনে প্রাণে ভালবাসি? দিনরাত সংঘের কাজের নেশা কি আমাদের পাইয়া বসিয়াছে? এই

কাজের প্রতি আমাদের মনে সত্যিকারের মমত্ব সৃষ্টি হইয়াছে কি? এ কাজ ছাড়া আমাদের আর অন্য কোন কিছু কী ভাল লাগে না? চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কত ঘণ্টা আমরা সংঘের প্রত্যক্ষ কাজ বা সংঘ সম্বন্ধীয় চিন্তায় ব্যয় করি?

❖ ❖ ❖

প্রতিকূল পরিস্থিতির দিকে না তাকাইয়া যে কেবল কাজ করিয়া যায় সে-ই বিজয়ী এবং পৃথিবীতে তাহারই নাম হয়। আর তোমাদের ভয় পাইবার কী আছে? আমাদের কাজ ঐশ্বরীয় কাজ। তাই ভগবান ও মহাপুরুষদের আশীর্বাদ আমাদের উপর আছে।

❖ ❖ ❖

আমরা কেবল ব্যক্তিগত চিন্তা লইয়াই ব্যস্ত থাকি। আমরা আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতির কথা মনেও রাখি না। এই দুঃখজনক পরিস্থিতির পরিবর্তন করিতে হইলে আমাদিগকে সংগঠিত হইতেই হইবে।

❖ ❖ ❖

ইংরাজীতে প্রবাদ আছে যে, *God helps those who help themselves.* ইহার অর্থ এই যে 'ভগবান তাহাকেই সাহায্য করেন যে নিজেকে নিজেই সাহায্য করে'। আমি ইহা বুঝিতেই পারি না যে ভগবান কেন আমাদিগকে সহায়তা করিবেন? আমরা নিজেদের রক্ষার্থে নিজেরা কী করিয়াছি যে ভগবান আমাদের রক্ষার্থে দৌড়াইয়া আসিবেন? কিছুই করি নাই। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন যে "পরিত্রাণায় সাধুনাং" তিনি অবতার গ্রহণ করিবেন। কিন্তু কে সাধু? সাধু কাহাকে বলে? নিজের সমাজ বা রাষ্ট্র, ধর্ম বা সংস্কৃতি কোন কিছু সম্বন্ধেই যাহার চিন্তা নাই, ব্যক্তিগত স্বার্থচিন্তা ব্যতীত যাহার আর অন্য কোন কিছু পছন্দ হয় না, সেইরূপ দুষ্টের সংহার করিবার জন্যই ঈশ্বর অবতাররূপ গ্রহণ করেন। হিন্দু সমাজে এই সব দোষগুলি শেষ সীমায় আসিয়া পৌঁছাইয়াছে। এই সব লোককে কি দুষ্ট বলা উচিত নয়? সাধু তিনি, যিনি ধর্ম, রাষ্ট্র ও সমাজের কথা মনে করিয়া সব সময় নিজের কর্তব্য করিতে প্রস্তুত থাকেন। এই প্রকার ত্যাগী ও কর্তব্যপরায়ণ লোক কি ভারতে যথেষ্ট সংখ্যায় আছে? অন্ততপক্ষে

হিন্দুসমাজের অর্ধেক লোকের মধ্যেও যদি উপরোক্ত সাধুতা থাকিত তাহা হইলে এই মহান জাতির উপর আঘাত করিবার দুঃসাহস কাহারও হইত না এবং ধর্মের সংরক্ষণ করিবার জন্য ভগবান নিজেও আমাদের মধ্যে উপস্থিত হইতেন। কিন্তু আজিকার এই জাতির মধ্যে স্বার্থপর ও দুর্বল অর্থাৎ পাপীদের সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে দেখিয়া ভগবানও আমাদের প্রতি বিমুখ। যদি ভগবান কখনও অবতাররূপ গ্রহণ করেন তবে আমাদের রক্ষার জন্য নহে—বিনাশ করিবার জন্যই করিবেন। কারণ দুষ্টের বিনাশ করাই তাঁহার লক্ষ্য। যতদিন আমাদের মধ্যে ব্যক্তিগত স্বার্থ, দুর্বলতা ও সমাজের ভালোমন্দের প্রতি উদাসীনতা থাকিবে এবং যতদিন না আমরা সাধুর ন্যায় আচরণ করিব ততদিন আমাদিগকে দুষ্ট মনে করিয়া ভগবান আমাদিগকে নাশ করিবার চেষ্টাই করিবেন। কিন্তু যদি আমরা সাধুর ন্যায় ব্যবহার করি এবং ধর্ম ও সমাজের জন্য নিজেদের সব কিছু উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হই তবেই ভগবান আমাদের সহায়তা করিতে পারেন।

❖ ❖ ❖

আপনারা স্বার্থ ও অকর্মণ্যতার চিন্তা ত্যাগ করুন। সমাজে সেবামূলক কাজের প্রতি উদাসীনতার ফলেই আমাদের মন এত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। "সমাজ চুলোয় যাক, আমার তাতে কোন ক্ষতি নেই, নিজের স্বার্থসিদ্ধি হলেই হল"—এই প্রকার মনোভাব আমাদের মধ্যে ওতঃপ্রোতভাবে রহিয়াছে। এই জন্যই আমাদের সমাজ আজ এত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের মানসিক দুর্বলতার ফলভোগ করিতে হইতেছে সমাজকে। মনের দুর্বলতাই সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। যদি আমরা নিজেদের শক্তিশালী মনে করিয়া সংগঠনের কাজে উৎসাহের সহিত লাগিয়া যাই তবে আমাদের শক্তি বিরাটরূপ ধারণ করিবে। তখন কোন কিছুই আর অসম্ভব বলিয়া মনে হইবে না।

❖ ❖ ❖

যাহারা আমাদের সংস্কৃতিকে নষ্ট করিতে সর্বদাই উদ্যত, আমরা তাহাদেরই আলিঙ্গন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর। এই সবই মানসিক দুর্বলতার পরিণাম। হিন্দুস্থান সমগ্র পৃথিবীর

লোকের—এইরূপ কথা চিন্তা করিয়া "সাহেবজী হিন্দুস্থান! বন্দেগী হিন্দুস্থান! গুডমর্নিং হিন্দুস্থান!" ইত্যাদির গীত গাওয়া ও সঙ্গে সঙ্গে "রক্ষ ভারতী সহায়হীনা" ইত্যাদি করুণ প্রার্থনা করা—এইসব কিছুই আমাদের আন্তরিক দুর্বলতার পরিচয় দেয়। অপরের নিকট সাহায্যের আশা করা কিংবা ভিক্ষা চাওয়া কেবল দুর্বলতার পরিচয় দেয়। অতএব স্বয়ংসেবক বন্ধুগণ, নির্ভয়ে এই কথা ঘোষণা করুন যে "হিন্দুস্থান হিন্দদেরই।" নিজেদের মনের দুর্বলতাকে একেবারে বিতাড়িত করুন। আমরা একথা বলি না যে বিদেশী লোক এখানে থাকিবে না। কিন্তু তাহারা যেন একথা মনে রাখে যে তাহারা হিন্দুদের হিন্দুস্থানে বাস করিতেছে এবং হিন্দুদের অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করিবার কোন অধিকার তাহাদের নাই। আমাদিগকে এইরূপ পরিস্থিতি নির্মাণ করিতে হইবে যাহাতে আমাদের উপর অপর কেহ আধিপত্য না করিতে পারে।

❖ ❖ ❖

কেবল কোন ভূমিখণ্ডকে রাষ্ট্র বলে না। এক চিন্তাধারা, এক আচার, এক সভ্যতা এবং এক পরম্পরা লইয়া যে সকল লোক প্রাচীন কাল হইতে একসাথে বসবাস করিয়া আসিতেছে তাহাদিগকে লইয়াই এক রাষ্ট্র গঠিত হয়। আমাদের জন্যই এই দেশের নাম হিন্দুস্থান হইয়াছে। অন্য লোকেরা যদি এখানে থাকিতে চায় তবে থাকুক। আমরা কখনও তাহাতে আপত্তি করি নাই বা করিবও না। পারসী সমাজের উহাহরণের দ্বারাই আমরা হিন্দুদের এই উদারতার পরিচয় পাই। কিন্তু যাহারা আমাদের ঘরে অতিথি হইয়া আসিবে অথচ আমাদেরই গলায় ছুরি বসাইতে উদ্যত হইবে, তাহাদের জন্য এখানে এক ছটাক ভূমিও নাই।

আমাদের অধঃপতন এতদূর গিয়াছে যে ধর্ম, সংস্কৃতি ইত্যাদি সব কথা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই আমরা দেখিতে পাই না। কিন্তু মনে রাখা উচিত

যে "সংসার অসার। এই জীবন মায়াময়" ইত্যাদি কথা কেবল বইতেই শোভা পায়, দৈনন্দিন জীবনের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। লোকে আমাকে বলে---"আপনি তো *Theoretical* (আদর্শের) কথা বলিতেছেন।" যেন *Theory* খালি বইতে লেখার জন্যই তৈরি হয়, তাহাকে *Practice* (কাজে) এ আনিবার কোন প্রয়োজন নাই। কত ভ্রমাত্মক ধারণা! আমার দৃঢ়বিশ্বাস এই যে আদর্শ (*theory*) ও তাহার প্রয়োগের (*practice*) মধ্যে সুন্দর সমন্বয় সাধনের নামই মনুষ্যত্ব। যদি আমরা ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জন দিই তবেই এই সমন্বয় হইতে পারে, নতুবা নয়। স্বার্থচিন্তাই আমাদের কর্তব্যপথে পর্বত প্রমাণ বাধার সৃষ্টি করে। অতএব আমার স্বয়ংসেবক ভাইদের ক্ষুদ্র স্বার্থের সীমানা লঙ্ঘন করিতে হইবে। পশুত্ব ছাড়িয়া মানুষ হইতে হইবে। স্বার্থভাব চলিয়া গেলে মনুষ্যত্ব আসিতে দেরী হইবে না। মনের মধ্যে এই ধারণা যেন দৃঢ়মূল হইয়া যায় যে আমার জীবন ও আমার সমস্ত শক্তি আমার ধর্ম ও রাষ্ট্রের কাজের জন্য উৎসর্গীকৃত।

বাস্তবিক, প্রত্যেক মানুষের মনে স্বাভাবিকভাবে তাহার স্বধর্ম ও স্বদেশের জন্য গৌরব বোধ থাকা প্রয়োজন। কিন্তু লজ্জার কথা এই যে আমরা তাহা সম্পূর্ণভাবে ভুলিয়া গিয়াছি। আর এই কারণেই বার বার সেই কথা স্মরণ করাইয়া দিতে হয়।

আমাদের ধর্ম ও রাষ্ট্রকে রক্ষা করিবার মহান দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করিয়াছি। ইহা কি কোন দোষের কাজ? সঙ্গে সঙ্গে এই কথাও মনে রাখিতে হইবে যে এই সুবিশাল কার্য একজন কিংবা কয়েকজন ব্যক্তির প্রচেষ্টায় হইবার নহে। ইহার জন্য এই একই আদর্শে উদ্বুদ্ধ লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোকের সংঘবদ্ধ প্রয়াসের প্রয়োজন। আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ এই যে সুবিশাল ভারতের কোণে কোণে এইরূপ আদর্শবাদী ও বলিষ্ঠ তরুণদের সংগঠনের জাল ছড়াইয়া দিন। তাহা হইলে এই কাজে আর কোন বাধা থাকিবে না। চতুর্দিকে আশা ও উৎসাহের সুন্দর চিত্র দেখা যাইবে। আমাদের এই পর্যায়ক্রমের মাধ্যমেই সেরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি করা যাইবে। কেহ কেহ সংঘের

এইসব কার্যক্রমকেই সংঘের আসল উদ্দেশ্য বলিয়া ভুল করেন। দেশের মধ্যে এক সূত্রবদ্ধতা ও অনুশাসন নির্মাণ করাই আমাদের কাজ। তাহার অর্থ ইহা নয় যে, লাঠিসোটা ইত্যাদি কিংবা সামরিক শিক্ষার কোন প্রয়োজন নাই। প্রয়োজন অবশ্যই আছে। তবে আমাদের উদ্দেশ্যের তুলনায় তাহা গৌণ। যাহারা এই সব কার্যক্রমকেই সংঘের সব কিছু বলিয়া মনে করে তাহাদের বুঝিবার সুবিধার জন্যই এই সব কথা বলিলাম। সংঘের একজন বালক স্বয়ংসেবক পর্যন্ত এই কথা জানে যে স্বধর্ম ও স্বরাষ্ট্রের রক্ষার জন্য শক্তি সঞ্চয় করাই সংঘের উদ্দেশ্য।

শান্তি স্থাপনের জন্য পৃথিবীতে ভারসাম্যযুক্ত অবস্থার (*balance*) দরকার হয়। যেখানে দুর্বল ও বলবান পাশাপাশি থাকে সেখানে অশান্তি অবশ্যম্ভাবী। দুইটি বাঘ সব সময়ে পরস্পরকে আক্রমণ করে না। কিন্তু বাঘ ও ছাগল সামনাসামনি হইলে কী অবস্থা ঘটে তাহা বলিয়া দিবার

প্রয়োজন নাই। যাহাদের উভয়েরই শক্তি সমান তাহাদের মধ্যে শান্তি ও ভালবাসা থাকিতে পারে। পৃথিবীতে শান্তির সবচেয়ে বড় শত্রু দুর্বল ব্যক্তি—কেননা তাহারাই অত্যাচারী লোককে উত্তেজিত করিয়া আক্রমণে প্রবৃত্ত করে। আমরা যদি দুর্বলই থাকি তাহা হইলে পৃথিবীর সুখ-শান্তি নষ্ট করিবার পাপ আমাদের উপর পড়িবে।

❖ ❖ ❖

প্রত্যেক স্বয়ংসেবকের মনে তীব্র দেশপ্রেমের কল্পনা থাকা চাই। সুবিধাবাদী দেশভক্ত হওয়া স্বয়ংসেবকদের কাজ নয়। যদি প্রত্যেক স্বয়ংসেবকের মন এইরূপ সংঘময় হইয়া যায় তাহা হইলে আমাদের আদর্শের পরিপূরণ হইতে দেরী লাগিবে না।

❖ ❖ ❖

কিন্তু কখনও ভুল করিয়াও আমরা যেন এইরূপ চিন্তা না করি যে আমরা অন্যান্যদের অপেক্ষা কোন অংশে শ্রেষ্ঠ। স্বপ্নেও যেন সেরূপ অহঙ্কারের ভাব আমাদের মধ্যে না আসে।

যে নিজের দোষ দেখিতে পায় না এবং নিজেকে সব সময়েই নির্দোষ বলিয়া মনে করে—তাহার সংশোধন হওয়া অসম্ভব। যে নিজের চরিত্রের ত্রুটি দেখিতে পায় সে নিজেকে সংশোধনও করিতে পারে।

❖ ❖ ❖

আত্মনিরীক্ষণ করিয়া নিজেদের সব দোষের মূলোচ্ছেদন করা প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের মধ্যে এইরূপ গুণ উৎপন্ন করা প্রয়োজন যাহাতে আমাদের কার্যবৃদ্ধি হয়—লোকে আমাদের দিকে আকর্ষিত হয়।

❖ ❖ ❖

যদি আমরা আমাদের আচরণ শুদ্ধ রাখি তাহা হইলে মনের মধ্যে পবিত্র চিন্তা অবশ্যই আসিবে।

❖ ❖ ❖

স্বার্থপর মনোবৃত্তির ফলেই লোকে সঙ্ঘকে বুঝিতে পারে না। সঙ্ঘের আদর্শের অনুভূতি কিংবা সঙ্ঘের বিশাল স্বরূপের কল্পনা তাহারা করিতে পারে না।

কার্যকর্তার চরিত্রে যেন কোন দোষ না থাকে, সমস্ত দোষ নষ্ট করিয়া স্বয়ংসেবক যখন তাহার চরিত্র শুদ্ধ করিয়া লয় তখনই সংঘের কাজ হইতে পারে। এই একই কথা 'সংগঠন' সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। সংগঠন ও তাহার কার্যপ্রণালীর মধ্যে যেন কোন ত্রুটি না থাকে।

❖ ❖ ❖

ব্যক্তির ন্যায় সংগঠনও নির্দোষ হওয়া প্রয়োজন। কখন কখন আমরা বুঝিতেও পারি না যে আমরা কখন বা কী ভাবে ভুল করিয়াছি। অতএব কাজ করিবার সময়ে খুবই সতর্ক থাকা দরকার। সংঘে আসিলে নিজের আর কোন পৃথক অস্তিত্ব থাকে না। অতএব স্বয়ংসেবকের এমন কাজই করা উচিত যাহার দ্বারা সংগঠনের লাভ হয়। ইহার অর্থ অবশ্য এই নয় যে স্বয়ংসেবকদের ব্যক্তিগতভাবে কোন কিছু করা উচিত নয়। ব্যক্তিগতভাবেও সে যে কোন কাজ করিতে পারে। কিন্তু এমন কাজই তাহার করা উচিত সংঘের সহিত যাহার কোন

সম্বন্ধ নাই। এইরূপ কাজ তাহার করা উচিত যাহাতে সংঘের কোন নিন্দা না হয়। ইহা ছাড়া অন্য কোন কাজ করিবার সময়ে সংঘের আদর্শ যেন তাহার দৃষ্টিপথ হইতে সরিয়া না যায়। কথাবার্তায়, আচার-আচরণে এবং যে কোন কাজ করিবার সময়ে আমাদের সাবধান থাকা উচিত যাহাতে আমাদের জন্য সংঘের কোন ক্ষতি না হয়।

সংঘের কাজ করিবার জন্য শুদ্ধ চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গে আকর্ষণ ক্ষমতা ও বুদ্ধিমত্তার মণিকাঞ্চন সংযোগ করা প্রয়োজন হয়। চরিত্র, আকর্ষণ ক্ষমতা ও বুদ্ধিমত্তা—এই তিনটি জিনিসের সাহায্যেই সংঘের কাজের উৎকর্ষ হয়। চরিত্র থাকিলেও বুদ্ধির অভাবে অনেক সময় কাজ হয় না। অতএব সংঘের কাজ ঠিকভাবে চালাইবার জন্য লোকসংগ্রহকারী বৃত্তির অনুশীলন প্রয়োজন।

সংগঠনই রাষ্ট্রের প্রধান শক্তি। পৃথিবীর যে কোন সমস্যার সমাধান করিতে হইলে শক্তির প্রয়োজন হয়। শক্তিহীন রাষ্ট্রের কোন ইচ্ছাই পূর্ণ হয় না। কিন্তু শক্তিশালী রাষ্ট্র নিজের ইচ্ছামত যে কোন কার্য করিতে পারে।

❖ ❖ ❖

"পৃথিবীতে শক্তির স্থান সর্বাগ্রে" এই কথা সঙ্ঘ বুঝিতে পারিয়াছে। সেই জন্য শক্তির উপর ভিত্তি করিয়া সঙ্ঘ এই সংগঠন সৃষ্টি করিয়াছে।

❖ ❖ ❖

নিজের বহুমূল্য জীবনের একটি মুহূর্তও ব্যর্থ না হইতে দিয়া সঙ্ঘের মহান আদর্শের পূর্তির জন্য সতত প্রয়াস করা সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের কর্তব্য। আমাদের যদি সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে না বাড়ে তবে যে কাজ আমরা করিতে চাই তাহা করিতে পারিব না। আমাদের কাজ মাত্র একজন ব্যক্তির কাজ

নহে—এই কাজ রাষ্ট্রের কাজ। ইহাকে এতদূর বাড়াইতে হইবে যাহাতে সঙ্ঘের "রাষ্ট্রীয়" নাম সার্থক হয়।

পৃথিবীতে সংগঠনই একমাত্র শক্তি যাহার সাহায্যে যে কোন রাষ্ট্রীয় সমস্যার সমাধান করা যায়।

❖ ❖ ❖

যে ধ্বজকে দেখিলেই আমাদের রাষ্ট্রের সমস্ত ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং পরম্পরা আমাদের চোখের সামনে আসিয়া উপস্থিত হয়, যাহাকে দেখিলেই আমাদের হৃদয় ভাবাবেগে আকুল হইয়া ওঠে এবং মনে এক বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার হয়, সেই ভগবাধ্বজ আমাদের আদর্শের প্রতীক স্বরূপ হওয়ায় আমরা উহাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছি।

❖ ❖ ❖

আমাদের এত আত্মবিশ্বাস ও আকর্ষণ শক্তি থাকা চাই যাহাতে যে কেহ আমাদের মধ্যে আসে সে যেন আমদেরই

হইয়া যায়। আমাদের ছাড়িয়া যাইবার নামও যেন সে না করে।

❖ ❖ ❖

ব্যক্তির জীবনে যে রকম নানা বাধা-বিঘ্ন আসে, সঙ্ঘের জীবনেও সেই প্রকার বাধার অভাব নাই। কিন্তু যতই বাধা আসুক না কেন, সঙ্ঘের অগ্রগতি যেন কখনই বন্ধ না হয়। আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে ভগবানের আশীর্বাদ সব সময়ে আমাদের উপর আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে।

❖ ❖ ❖

কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আমরা বদ্ধপরিকর হইয়াছি আমরা কেবল ইহাই চাই যে পৃথিবীতে আমাদের পবিত্র হিন্দু ধর্ম এবং হিন্দু সংস্কৃতি যেন তাহার গৌরবময় স্থান চিরকালের জন্য অধিকার করে। আমাদের ধর্ম ও সংস্কৃতি যতই শ্রেষ্ঠ হউক না কেন, তাহাকে রক্ষা করিবার মত শক্তি যদি আমাদের

না থাকে তবে পৃথিবীতে তাহা কখনই সম্মান লাভ করিতে পারিবে না। আমরা শক্তিহীন বলিয়াই আমাদের ধর্ম ও আমাদের জাতির আজ এত দীনহীন অবস্থা। সব কিছু থাকিলেও শক্তি ছাড়া চলে না। "জীবো জীবস্য জীবনম্"—অর্থাৎ যাহারা দুর্বল তাহারা শক্তিমানের ভক্ষ্য—ইহাই পৃথিবীর নিয়ম। পৃথিবীতে দুর্বল ব্যক্তি কখনই সম্মানের সহিত বাঁচিয়া থাকিতে পারে না।

❖ ❖ ❖

সুদূর অতীত হইতে কেন আমাদের দেশে বিদেশী আক্রমণ চলিতেছে? আমরা দুর্বল এবং মরণোন্মুখ হইয়া পড়িয়াছি বলিয়াই নয় কি? আমাদের এই দুর্বলতাই আমাদের সমস্ত বিপত্তির মূল কারণ।

❖ ❖ ❖

শক্তি-সংগঠনের দ্বারাই উৎপন্ন করা যায়। অন্য কোন উপায়ে এই শক্তি পাওয়া যাইবে না। হিন্দুদের লোকসংখ্যা

আজও অপেক্ষাকৃত বেশি। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার এক পঞ্চমাংশ হিন্দু। এই বিপুল জনতা সংগঠিত হইয়া গেলে তাহাদের দিকে বক্রদৃষ্টিতে দেখিতে কেহ সাহস করিবে না এবং হিন্দুশক্তি সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে অজেয় বলিয়া প্রমাণিত হইবে।

❖ ❖ ❖

শক্তির পরিচয় কথায় নহে, কাজেই পাওয়া যায়। এই জন্য প্রত্যক্ষ কাজ করিতে হইবে।

❖ ❖ ❖

হিন্দু সমাজের সেবা করিয়া আমরা কোন ত্যাগ করিতেছি এইরূপ বৃথা অংহকারের মনোভাব ছাড়িয়া দাও। সমাজের প্রতি ভালবাসা ও কর্তব্যের মনোভাব লইয়া জীবন অতিবাহিত করো। এইরূপ করিলে হিন্দু সমাজ আপনা হইতেই তোমার প্রতি আকর্ষিত হইবে।

❖ ❖ ❖

উচ্চ-নীচ যে শ্রেণীর হিন্দুই হউক না কেন তাহার সহিত আমাদের যেন ভালবাসার সম্পর্ক থাকে। কোন হিন্দু ভাইকে নীচ মনে করিয়া তাহার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা পাপ। এইরূপ সংকুচিত মনোভাব কমপক্ষে যেন স্বয়ংসেবকদের মনে না আসে।

❖ ❖ ❖

জীবিত মানুষ তাহাকেই বলা যাইবে যে নতুন জীবনের সৃষ্টি করিতে পারে। সেইরূপ প্রকৃত স্বয়ংসেবক সেই যে অনেক কর্তব্যশীল স্বয়ংসেবক নির্মাণ করিতে পারে।

❖ ❖ ❖

সঙ্ঘ হিন্দুদিগকে এত শক্তিশালী করিতে চায় যাহাতে পৃথিবীর কাহারও হিন্দুদের উপর আক্রমণ করিবার সাহস পর্যন্ত না হয়। যখন পৃথিবীতে আমাদের সামর্থ্য অজেয় হইবে তখনই এইরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হইতে পারে।

সঙ্ঘ ব্যায়ামশালাও নয়, মিলিটারী স্কুলও নয়। সঙ্ঘ রাষ্ট্রব্যাপী হিন্দুদের অভেদ্য সংগঠন যাহা ইস্পাতের চেয়েও সুদৃঢ় হওয়া প্রয়োজন।

❖ ❖ ❖

যে স্বয়ংসেবক সমস্ত বছরে পাঁচজন নূতন স্বয়ংসেবককে শাখায় আনে তা তাহাকে কি প্রকৃত স্বয়ংসেবক বলা যায়?

❖ ❖ ❖

আমাদের চতুর্দিকে শত্রু ও মিত্র উভয়েই রহিয়াছে। যাহারা আমাদের বন্ধু তাহাদের আমরা আপন করিয়া লইবই। কিন্তু যাহারা নিজেরাই মনে করিতেছে যে আমরা তাহাদের শত্রু, তাহাদের প্রতি কোন দ্বেষের মনোভাবও আমরা যেন পোষণ না করি। তাহাদের প্রতি আমাদের দয়াই হওয়া উচিত।

❖ ❖ ❖

সস্তা জনপ্রিয়তার মাঝে নিজেকে ভাসাইয়া দেওয়া খুবই সহজ। কিন্তু নিজের বিবেক অনুসারে জনসাধারণের কথা বা

মনোভাব যদি সঠিক মনে না হয় তাহা হইলে নিজের কথা নির্ভয়ে জনসাধারণের সামনে তুলিয়া ধরাই জননেতার কর্তব্য। জনপ্রবাহে গা ভাসাইয়া দেওয়া নেতার কাজ নয়। পরিস্থিতি ও জনমতকে নিজের মত অনুসারে যিনি চালিত করিতে পারেন তিনিই প্রকৃত নেতা। জনমত অনুসারে চালিত হওয়া নেতৃত্ব নয়। প্রকৃত নেতৃত্ব জনমত নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নিহিত। দরকার হইলে জনমতের বিরুদ্ধে যাইতেও পশ্চাৎপদ না হওয়াই সত্যনিষ্ঠ নেতার লক্ষণ।

আমাদের ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি রক্ষা করাই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য। কিছু লোক স্বধর্ম রক্ষাকে অন্য ধর্মের বিদ্বেষ করা বলিয়া মনে করে। কিন্তু স্বধর্ম নিষ্ঠার অর্থ পর ধর্মের প্রতি শত্রুত্ব কীরূপে হয়, ইহা আমার বুদ্ধির অগম্য। সঙ্ঘের পদ্ধতিতে বা চিন্তা ভাবনায়, অন্য ধর্ম বা সম্প্রদায় সম্পর্কে বিদ্বেষের কোন স্থানই নাই। সঙ্ঘ সম্পূর্ণ হিন্দু সমাজকে এক পতাকাতলে আনিবার চিন্তা করে। সঙ্ঘ সর্ব বর্ণের মানুষকে

একসূত্রে আবদ্ধ করিয়াছে। তাই সঙ্ঘে অস্পৃশ্যতার কোন স্থান নাই।

❖ ❖ ❖

প্রতিটি মানুষেরই আত্মরক্ষার অধিকার আছে। অপরকে হত্যা করা অপরাধ, কিন্তু আত্মহনন করাও সমান ক্ষতিকারক। ইহার ফলে হিন্দু সমাজের অনেক ক্ষতি হইয়াছে। ভারতবর্ষে পূর্বে সকলেই হিন্দু ছিল। কিন্তু আজ তাহার কয়েক কোটি ধর্মান্তরিত হইয়াছে। এইসব ধর্মান্তরিত মানুষের নাড়িতে আজও হিন্দু রক্ত প্রবাহিত হইতেছে।

বর্তমান অবস্থা দেখিয়া আমরা বুঝিতে পারি হিন্দু সমাজের কী ভীষণ ক্ষতি হইয়াছে। হিন্দু সমাজের প্রতি উদাসীন না থাকিয়া নিজ সমাজকে শক্ত সমর্থ করিয়া তোলার চেষ্টা করিতে হইবে। এই প্রয়াসের ফলেই আমরা জগৎ সভায় শক্তিশালী রাষ্ট্ররূপে আবির্ভূত হইব। কেবল তখনই আমরা পৃথিবীতে সত্য ও অহিংসার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতে পারিব।

❖ ❖ ❖

গৈরিক পতাকার ইতিহাস দুই-তিন শতাব্দীর ইতিহাস নহে! এই ইতিহাস অতি প্রাচীন। আদি শংকরাচার্য এই পতাকা লইয়া দিগ্‌বিজয় করিয়াছিলেন। সহজেই আমরা অনুমান করিতে পারি এই পতাকার প্রাচীনত্ব। এই পতাকার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে গবেষণা করিতে হইবে নূতন যুগের গবেষকদের। হিন্দু জাতি অতি প্রাচীন। হিন্দু রাষ্ট্রের এই গৈরিক পতাকাও সুপ্রাচীন কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে।

পূর্ব পুরুষদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাবান হইতে হইবে। কিন্তু নিজ পরিবারে আমরা যদি মা, বাবা এবং বড়দের সম্মান করতে না শিখি তাহা হইলে পূর্ব পুরুষদের কী ভাবে সম্মান জানাইব?

❖ ❖ ❖

'অহিংসা পরমো ধর্ম'—এই ধারণা হিন্দুদের রক্তেই রহিয়াছে। এই শিক্ষা অপরকে দেওয়ার দায়িত্ব তাই আমাদের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। হিন্দু সমাজ দুর্বল, তাই দুর্বলের অহিংসা প্রচার অর্থহীন। যাহাদের মধ্যে হিংসার প্রবৃত্তি

রহিয়াছে তাহারা কখনও দুর্বলের উপদেশ শুনিবে ন। তাই অহিংসার প্রচার করার পূর্বে আমাদের উপদেশকে ফলপ্রসূ করার জন্য শক্তিশালী হইতে হইবে। আমাদের নিজেদের দেশের মধ্যে অহিংসার পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য হিন্দু সমাজের দুর্বলতা দূর করিয়া তাহাকে শক্তিশালী হইবে হইবে। সংগঠনের মধ্যেই রহিয়াছে শক্তি। তাই হিন্দু সমাজকে সংগঠিত করা প্রত্যেক হিন্দুর প্রথম কর্তব্য। সঙ্ঘ সেই কাজই করিতেছে। হিন্দুরা ধর্মপ্রাণ বা ধর্মনিষ্ঠ। তাহার জন্য আমরা গর্ব বোধ করি। কিন্তু ধর্ম পালন ও ধর্ম রক্ষার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। সন্ধ্যা, আহ্নিক, পূজা, পাঠ ইত্যাদি ব্যক্তিগত কর্ম করার অর্থ ধর্ম রক্ষা নয়। যাঁহারা ধর্মকে রক্ষা করিতে চান তাঁহাদের মধ্যে ধর্মের উপর সব রকম আক্রমণ প্রতিরোধ করার মত শক্তি থাকা চাই। তবেই আমরা ধর্মনিষ্ঠ হইব।

❖ ❖ ❖

ভারতবর্ষে হিন্দু সমাজ স্বাধীনভাবে সম্মানের সহিত মাথা উঁচু করিয়া চলিতে পারে বলিয়া সঙ্ঘ বিশ্বাস করে। সেজন্য

প্রয়োজন চরিত্র-সম্পন্ন, অনুশাসন-বদ্ধ সংগঠিত শক্তি। হাজার হাজার স্বয়ংসেবক এই শিক্ষাই গ্রহণ করিতেছে। সঙ্ঘের কাজ আজ প্রতিটি প্রদেশে, গ্রামে গঞ্জে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সমাজ শক্তি, আত্মবিশ্বাস, স্বাভিমানে উদ্বুদ্ধ হইলে হিন্দু সমাজের কোটি কোটি মানুষ সম্মানের সহিত নিজ দেশে অবশ্যই বসবাস করিতে পারিবে, এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। এই দেশের পরিচয় হিন্দুস্থান হিসাবেই রহিয়াছে।

❖ ❖ ❖

হিন্দুত্বের মধ্যেই রহিয়াছে এই দেশের প্রাণ। তাই এ দেশের ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষার দায়িত্ব হিন্দু সমাজকেই লইতে হইবে। সঙ্ঘ এই কাজই হাতে লইয়াছে।

❖ ❖ ❖

দেশ যদি কোন বিপদের মধ্যে থাকে, সেই বিপদ দূর করার জন্য দলমত নির্বিশেষে সকলকে লইয়া অগ্রসর হইতে হইবে।

❖ ❖ ❖

এ দেশের মঙ্গলের জন্য কোন পরিকল্পনা রূপায়ণ করার মত শক্তি আমাদের সঙ্ঘের নাই, এই কথা বলার মতো প্রসঙ্গ যেন আমাদের না আসে। এই তেজস্বী মনোভাব আমাদের অন্তঃকরণে রাখিয়া সঙ্ঘকে অধিক শক্তিসম্পন্ন ও প্রভাবশালী কিভাবে করা যায় তাহার জন্য মনোযোগী হইতে হইবে।

আমাদের এই হিন্দুরাষ্ট্র ইহজগতে মস্তক উন্নত করিয়া স্বাভিমানের সহিত যাহাতে বাঁচিয়া থাকিতে পারে, তাহার জন্য যাহা কিছু করণীয় সেইসব কিছু করার জন্য আমাদের সঙ্ঘ স্থির করিয়াছে। এই বিরাট কাজ পূর্ণ করার জন্য যে কত পরিশ্রম করিতে হইবে তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমি বিশ্বাস করি চিন্তাশীল ও বুদ্ধিমান হিন্দু যুবকেরা এই কাজ করার মানসিকতা লইয়া আত্ম উৎসর্গ করিবে।

❖ ❖ ❖

আমরাই সমাজের জন্য, এই কথা ভুলিয়া গিয়া আমরা মনে করি সমাজ আমাদের জন্য।

❖ ❖ ❖

আমাদের দেশের নাম হিন্দুস্থান, হিন্দীস্থান নহে। হিন্দুস্থান যেন হিন্দীস্থান, ইসলামীস্থান আদি না হয়, তাহার জন্য প্রয়াস করিতে হইবে। হিন্দুস্থান হিন্দুর দেশ আছে এবং থাকিবে তাহার জন্য চেষ্টা করিতে হবে। এই দেশ কি ধর্মশালা যে, যে কেহ আসিবে নিজের বিছানা পাতিয়া বসিয়া পড়িবে?

যাহাদের ইতিহাস, পরম্পরা, সমাজ, ধর্ম, সংস্কৃতি চিন্তাধারা এবং হিতাহিত জ্ঞান এক ও অভিন্ন তাহারাই এক রাষ্ট্র হইতে পারে। কিন্তু ইহার বিপরীত কথা যুবকদের শেখানো হইতেছে যে, যাহারা এ দেশকে ধ্বংস করিতে আসিয়াছে তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব কর। সেইসব রাষ্ট্রদ্রোহীদের রাষ্ট্রের অঙ্গ মনে কর।

আমি আমার চিন্তা অনেক প্রবীণদের বলিয়াছি। তাঁহারা আমার চিন্তার সহিত একমত। কিন্তু তাঁহারা বলেন—আপনার কথা ঠিক, কিন্তু আমরা অমুক দলের সহিত যুক্ত। তাই

আপনাদের আদর্শ আমার আদর্শ হইলেও সে কথা আমরা প্রকাশ্যে বলিতে পারিব না। আমরা গোপনে আপনাদের সাহায্য করিব।

❖ ❖ ❖

এই কথা যে নেতারা বলেন তাঁহারা নিজেদের সাথে সাথে অপরকেও ঠকাইতেছেন। এইভাবে নিজেদের কখনও ঠকাইবেন না। আপনাদের হিন্দু-হিতের জন্য কাজ করার আনন্দ অনুভব হওয়া উচিত। নিজেকে হিন্দু বলিতে গর্ব হওয়া উচিত। আমাদের কাহারো সহিত বিবাদ নাই। কাহারো প্রতি কোন হিংসা আমরা করি না। কাহারো সহিত আমরা লড়াই চাহি না। কাহাকেও আল্‌টিমেটাম আমরা দিতে চাই না। আমরা আমাদের সমাজকে সংগঠিত করিতে চাই। আমাদের সমাজকে পরম বৈভবসম্পন্ন করিতে চাই।

❖ ❖ ❖

ইহার পর সঙ্ঘকে কেহ নষ্ট করিতে পারিবে না। তাহার পরেও যদি কেহ সঙ্ঘের উপর আঘাত করে তখন লোহার গোলকের উপর আঘাত করার অভিজ্ঞতা তাঁহারা লাভ করিবেন।

❖ ❖ ❖

কোন আদর্শবাদ তা যত সুন্দরই হউক না কেন, তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হলে চাই শক্তি। শক্তিহীনের আদর্শ কেহই গ্রহণ করে না।

সঙ্ঘ কার্যের মূল ভিত্তি হইল ভালবাসা। সকলের সহিত প্রীতির সম্পর্ক রাখুন। কংগ্রেসী, সমাজবাদী, হিন্দু সভা আদি সব দলের লোকেদের সহিতই অন্তরের সম্পর্ক রাখা উচিত। কাহারো সহিত মিথ্যা আচরণ করিবেন না। তাহা হইলে কেহই আমাদের সহিত খারাপ ব্যবহার করিবে না। দল ভিন্ন হইলেও বন্ধু হিসাবে একত্রে আসিতে কোন বাধা থাকিবে না। আমরা

কেবল নিজেদের লোকেদের মধ্যেই কাজ করিতে চাহি না। যাঁহারা বিরোধী তাঁহাদেরও আপনজন করিতে হবে।

❖ ❖ ❖

শিশুদের গণশিক্ষককে ত্যাগী হইতে হইবে। তাহাদের খেলানো সহজ কর্ম নয়। তাহাদের খেলাইতে অনেকবার মনে নীরসতা আসে, একঘেয়েমী লাগে। কিন্তু দেশের কাজের জন্য এই ধরনের নীরসতা- যুক্ত কাজ করিতেই হয়। আজিকার নেতারা এই কাজ করেন না। রাষ্ট্র নির্মাণের কাজ অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ও নীরস। কিন্তু তাহার মধ্য হইতেই সৃষ্টি হয় তেজস্বিতা। নাগপুরের প্রথম শাখাতে যাঁহারা শিশু ছিলেন তাঁহারাই আজ যুবক কার্যকর্তারূপে কার্যরত রহিয়াছেন। মনে রাখিও ঠিক তেমনি আজিকার বালক স্বয়ংসেবক মানে আগামী দিনের কার্যকর্তা।

❖ ❖ ❖

বিদেশীদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য আমাদের কাজ করিতে হইবে এই চিন্তা দূর করুন। খাকসার দল বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়াই আমাদের শক্তি বৃদ্ধি করিতে হইবে তাহার। লুপ্ত হইলে আমাদের শক্তিও লোপ পাইবে। আমাদের কাজ প্রতিক্রিয়াত্মক নয়। অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আমরা সংগঠিত হইতেছি না। বিপদ আসিয়াছে বলিয়া সংগঠন করিবেন না। বিপদ যাহাতে আসিতেই না পারে তাহার জন্য সংগঠন প্রয়োজন।

আজ আমাদের হিন্দু সমাজ চারিদিক হইতে সংকটগ্রস্ত। ইহার জন্য দোষী আমরাই। আমরা দুর্বল, আমরা সুপ্ত। একদিকে বিধর্মী শাসকদের প্রভুত্ব, অন্যদিকে মুসলমানদের অত্যাচার। কাঁচির এই দুই ফলার মধ্যে যেন হিন্দু সমাজ আজ আটকাইয়া পড়িয়াছে। ধর্মান্তরিত করিবার জন্য হিন্দুদের উপর যে অত্যাচার করা হয় কিংবা আমাদের মা বোনেদের

যেরূপভাবে নিপীড়ন করা হয় তাহা যদি বর্ণনা করি তবে মনের আবেগ সংবরণ করা যাইবে না। এইজন্য সেই সম্পর্কে আমি এখন কিছু বলিব না। একই ভাবে খৃস্টানরাও আমাদের সমাজের উপর নিরন্তর আঘাত করিয়া চলিয়াছে।

❖ ❖ ❖

যদি উপরোক্ত আঘাতগুলি হইতে সমাজকে রক্ষা করিতে হয় তাহা হইলে আমাদের মধ্যে সংগঠন করিতেই হইবে। আমরা যাহাতে বিচ্ছিন্ন না থাকিয়া একত্রিত হই সেই উদ্দেশ্যেই ১৯২৫ খৃস্টাব্দে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রতিষ্ঠা হয়।

❖ ❖ ❖

বাংলা ও পঞ্জাবে আজ হিন্দুদের বিরুদ্ধে অত্যাচার যে ভয়াবহ রূপ ধারণ করিয়াছে তাহাদের মূলে আছে হিন্দুদের অসংগঠিত অবস্থা। এই অসংগঠিত অবস্থা সর্বকালের জন্য দূর করিতে না পারিলে এই বিপদ কাটিবে না। কোথাও না কোথাও হিন্দুদের উপর এই উপদ্রব চলিতেই থাকিবে। ইহার

জন্য সাময়িক কোন ব্যবস্থায় সমস্যার সমাধান হইবে না। পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষকে কেন্দ্র করিয়া নানা প্রতিক্রিয়া হইবে যাহা রাষ্ট্র জীবনে এক জরুরী অবস্থার সৃষ্টি করিবে। সমগ্র হিন্দু সমাজে জাতীয়তার মনোভাব সৃষ্টি করিয়া পরস্পরের সম্পর্কে প্রীতি ও দেশকে বৈভবশালী করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলিতে পারিলেই এই দুরবস্থা দূর করা যাইবে। সঙ্ঘ এই কাজই করিতে চায়।

কারাবাসের একটি ঘটনা। মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় হঠাৎ *Danger Call* হইল। এই সংকেতের সাথে সাথে চারিদিক হইতে জেলের পাহারাদার, পুলিস, কর্মচারী সকলে নিজ নিজ অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া সামনের মাঠে জমায়েত হইল। কেহ খাবার ফেলিয়া আসিল, যাহারা যাহা পরা ছিল, যে যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইল, এক মুহূর্তও বিলম্ব না করিয়া। এই দৃশ্য দেখিয়া আমার মনে হইল ইংরাজ সরকারের

এক ডাকে এতগুলো মানুষ একত্রিত হয়, তাই ৫ হাজার মাইল দূর হইতে আসা ইংরাজ এইসব বেতনভুক মানুষ দ্বারা এই দেশ শাসন করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু কোন কিছু পাইবার আশা না করিয়া দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া নিজের ব্যক্তিগত কাজ ছাড়িয়া সংঘের ডাকে সাড়া দিয়া দেশের কাজ করার জন্য এই সমাজ যখন প্রস্তুত হইবে তখনই দেশের দুর্দিন শেষ হইবে।
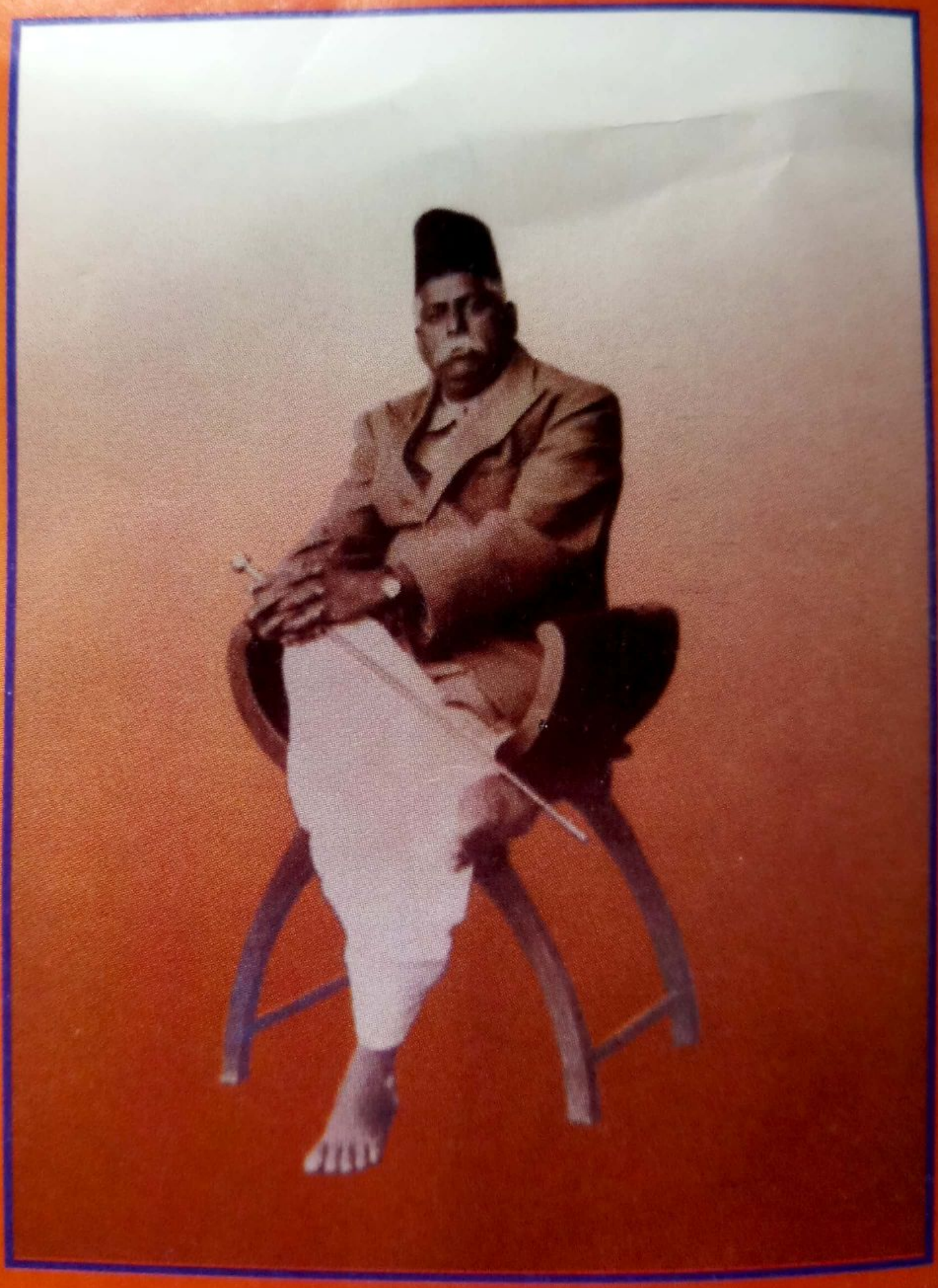
হিন্দুস্থান একটি রাষ্ট্র বা জাতি। আমরা সবাই সেই রাষ্ট্রের অঙ্গস্বরূপ। প্রতিটি অঙ্গকে এই রাষ্ট্রের কার্যে নিযুক্ত হইতে হইবে। এই বিরাট রাষ্ট্রের সকল পূর্ণত্ব প্রাপ্তির জন্য সমানভাবে কাজ করিতে হইবে। শরীরের কোন একটি অঙ্গ শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে না।